রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ৪৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং			পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২০৩—১২২৫	৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫৭—১৩৭২	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		নাই
			(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
			(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৬৯—১৭৮০	(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪৩৩/২৫ অক্টোবর ২০২৬

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০২৩.২৬-৭৭১—যেহেতু, জনাব মোঃ দুলাল হোসেন(পরিচিতি নম্বর-৮১৪৯০০০৩),নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিস, পাবনা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নাচোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ), এর বিরুদ্ধে ব্যাংক হতে গৃহীত পার্সোনাল ঋণ পরিশোধ না করায় ঋণ খেলাপি, অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা, আর্থিক অনিয়ম এবং বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

যেহেতু, তিনি সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট শাখা, শাজাহানপুর বগুড়া হতে ২০২২ সনে ১৪,৫০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ০৬ বছর মেয়াদী পার্সোনাল ঋণ গ্রহণ করেন; উক্ত ঋণের অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক তাকে ঋণ খেলাপি হিসেবে মন্দ শ্রেণিভুক্ত করা হয়; এছাড়া তিনি পুনরায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি, গ্রেটার রোড শাখা, রাজশাহী হতে ২০২১ সনে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা ০৫ বছর মেয়াদী পার্সোনাল ঋণ গ্রহণ করেন; পূর্ব ঋণের বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ঋণ গ্রহণ করেন এবং উক্ত ঋণের অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় তার অভ্যাসগত ঋণ গ্রস্ততার বিষয়টি প্রতীয়মান;

যেহেতু, তিনি এহেন কর্মকাণ্ড করতঃ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১৮ লঙ্ঘন করেছেন;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হিসেবে কর্মকালে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী কর্তৃক উক্ত কার্যালয়ে পরিদর্শনকালে তিনি অবগত হওয়ার পরও অফিসে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার বদলির পরিপ্রেক্ষিতে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাঈফ আহমেদ নাসিম- কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন;

যেহেতু, তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারদের আপ্যায়ন বাবদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার ক্ষতি করেছেন এবং তাকে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও তিনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি; ২০২৬ সনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ০৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন করলেও তাদের নিকট সিডি বিক্রয়ের চালানের কপি তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি;

যেহেতু, তিনি উপজেলা নির্বাচন অফিস, নাচোল এর কম্পিউটার মেরামত বাবদ ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে আপ্যায়ন বাবদ ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা এবং টোনার, কাগজ ও কলম ক্রয় বাবদ ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় দেখিয়েছেন যা বিধি বহির্ভূত ও অসংগতিপূর্ণ ব্যয় এবং সরকারি অর্থের অপচয়;

যেহেতু, তিনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত বা ছুটির আবেদন না করেই ০৫-০৪-২০২৬ হতে ১৬-০৪-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত; তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৫/২০২৬ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; গত ২৩-০৭-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিতে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন যে, তার অসুস্থতাজনিত কারণে অফিসে অনুপস্থিতি ও চিকিৎসার ব্যয় বহনের নিমিত্ত নিরুপায় হয়ে দু'টি ধাপে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন; তিনি অক্টোবর ২০২৬ মাসের অবসর গ্রহণের পর ল্যাম্পগ্রান্টের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবেন; পরিশেষে তিনি চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন;

যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা পারিবারিক ও শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২৯-০৭-২০২৬ তারিখের পত্র মারফত স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অবসর গ্রহণের আবেদন করেন; তৎপ্রেক্ষিতে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তার বর্তমান শারীরিক অসুস্থতা এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের লিখিত আবেদন বিবেচনায় নিয়ে প্রশাসনিকভাবে তা যাচাই-বাছাই অন্তে উক্ত আবেদনটি নথিতে উপস্থাপিত হয়; এছাড়া, এই অন্তর্বর্তীকালীন তার কর্তৃক ভিন্ন কোনো গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তার গত ১৫-১০-২০২৬ তারিখ হতে অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০০০.০১৫.৫৫.১০৬.১৮.৫২২ নম্বর স্মারকের আদেশে তা জারি করা হয়; অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে তার "সরকারি কর্মচারী" (Public Servant) পদমর্যাদার অবসান ঘটেছে; সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলটি চালু রাখার কোনো আইনি যৌক্তিকতা (Cause of Action) নেই;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ দুলাল হোসেন, (পরিচিতি নম্বর-৮১৪৯০০০৩), নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিস, পাবনা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ)-কে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের তারিখ ১৫-১০-২০২৬ হতে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক অত্র বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতিকাল (০৫-০৪-২০২৬ হতে ১৬-০৪-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত) তার জমা থাকা অর্জিত ছুটি (পূর্ণ গড় বেতন) হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪৩৩/২৬ অক্টোবর ২০২৬

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৩২.২৬-৭৭৪—যেহেতু, মিজ শরিফা বেগম (পরিচিতি নম্বর-১০৯০৫২৬৬), অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ এর বিরুদ্ধে ১৩টি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি নম্বর-৩৭৬৭৪৭৬৪৫৪, ৭৮০০০৮৭৫৯০, ৭৮৩১০১১৪৮৬, ৮২৬৯৪১২১৭০, ২৮৬৭৫৩৮১৬৩, ৩৭৬৭৮২২১২৯, ৮২৩১৮৪১৯২৮, ১৯৮১০৩৪০০০, ৯৫৫৯২০৮৬০৯, ৩৩৩১৪৫৫৬৭৯, ৮৭১৮৬৩৭২১১, ৬৪৪৩৮২৫৮৪৬ ও ৫৫৩২০৮৮২১৭) উদ্দেশ্যমূলক ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে সংশোধনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; তিনি উপযুক্ত ও যৌক্তিক কাগজপত্র গ্রহণ ব্যতিত এবং যথাযথ যাচাই ছাড়াই উক্ত সংশোধনের আবেদন উদ্দেশ্যমূলক ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে অনুমোদন করেছেন; তিনি ইচ্ছাকৃত ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে উক্তরূপ কার্য সম্পাদন করতঃজাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই ও সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪ এর অধীন প্রণীত আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশনা (SOP) অমান্য করেছেন; তিনি উল্লিখিত কার্য সম্পাদন কয়তঃ অপেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও অখন্ডতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১২/২০২৬ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় তাকে কারণ দর্শানো হয়:

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; গত ১২-১০-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, তার দ্বারা সংঘটিত উল্লিখিত ত্রুটিগুলো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও অনাকাঙ্খিত; এতে তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা অবহেলার মনোভাব ছিল না: ক্রাশ প্রোগাম চলাকালীন কর্তৃপক্ষের তাগাদায় একই সাথে অনেক এনআইডি সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করতে গিয়ে তিনি মানবিক বিবেচনায় সরল বিশ্বাসে প্রণীত আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশনা (SOP) অনুসরণপূর্বক উক্ত আবেদনগুলো সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; এক্ষেত্রে কিছুটা প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা, পরিস্থিতিগত জটিলতার কারণে নির্ধারিত পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যে ব্যত্যয় ঘটায় তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; ভবিষ্যতে তিনি এনআইডি সংশোধন কার্যে SOP যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন;

যেহেতু, শুনানি অন্তে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি ভুল বা অসাবধানতার কারণে কর্ম নির্দেশিকা (SOP) বর্হিভূতভাবে উল্লিখিত এনআইডি গুলোর তথ্য-উপাত্ত সংশোধন করেন; তবে উক্ত সংশোধনীয় বিনিময়ে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অবৈধ আর্থিক লেন-দেন বা অবৈধ সুবিধা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি; তার সরল বিশ্বাসে কৃত অপরাধে তিনি দায়ী এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেন; তার কর্তৃক সম্পাদিত ত্রুটিগুলো দায়িত্ব পালনে অসচেতনতা বা অদক্ষতার পরিচায়ক; অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় মিজ শরিফা বেগম (পরিচিতি নম্বর-১০৯০৫২৬৬), অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' এবং বিধি ৪(২) (খ) অনুযায়ী "০৩ (তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত" সূচক উভয় লঘুদণ্ড প্রদান করতঃ অত্র বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

এডিবি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩/১১ অক্টোবর ২০২৬

নং ০৯.০০.০০০০.০০০.১২৬.১৪.০০০৩.২৩.২৭৭—BAN (57182-001): Supporting NextGen Education Program -এর জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) হতে ৩০০(তিনশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Concessional) ঋণ ও Global Partnership for Education (GPE) হতে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Loan Nagotiation-এর নিমিত্ত নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদল নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

১।	জনাব এস এম জাকারিয়া হক অতিরিক্ত সচিব, এডিবি অনুবিভাগ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	দলনেতা
২।	প্রতিনিধি	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	”
৪।	প্রতিনিধি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
৫।	প্রতিনিধি	অর্থ বিভাগ	”
৬।	প্রতিনিধি	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	”
৭।	প্রতিনিধি	আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	”
৮।	প্রতিনিধি	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
৯।	প্রতিনিধি	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	”
১০।	প্রতিনিধি	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	”
১১।	প্রতিনিধি	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	”
১২।	প্রতিনিধি	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	”
১৩।	প্রতিনিধি	ফাবা অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
১৪।	যুগ্মসচিব	এডিবি-২ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
১৫।	উপসচিব	এডিবি-৪ শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”

উম্মে রুমানা তুয়া
উপসচিব।

এডিবি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪৩৩/২৭ অক্টোবর ২০২৬

নং ০৯.০০.০০০০.০০০.১২৩.২৪.০০০৬.২৬.২৫৬—আগামী ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা ০২.৩০ টায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ, ৪টি রিলিফ ক্রেন এবং ৪টি আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া ঋণচুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির উপর Loan Negotiation অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো:

দলনেতা

(১) জনাব এস এম জাকারিয়া হক, এডিবি অনুবিভাগ প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব খাদিজা পারভীন, যুগ্মসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৩) ড. মোহাম্মদ এনামুল হক, যুগ্মসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৪) জনাব মোঃ মশিউর রহমান তালুকদার, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ

(৫) জনাব মাহমুদুল ইসলাম খান, উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৬) জনাব মৌসুমী দাস, উপসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(৭) প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(৮) প্রতিনিধি, রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৯) প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১০) প্রতিনিধি, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে

২। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে উক্ত Loan Negotiation -এ অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদুল ইসলাম খান
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪৩৩/১৮ অক্টোবর ২০২৬

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৫.২৬.৭২৮—রূপালী ব্যাংক পিএলসি-এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানি রূপালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব এর স্থলে জনাব ইফতেখাইরুল করিম, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুবনা ফারজানা
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪৩৩/২৫ এপ্রিল ২০২৬

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.০১৮.০০৫.১৯-২২০**—'The Companies Act, 1994' এর আওতায় স্বাক্ষরিত Articles of Association of Biman Bangladesh Airlines Limited এর অনুচ্ছেদ-৩৭ ও ৩৮ অনুযায়ী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

১	জনাব রুমি এ হোসেন, স্পন্সর ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান, বোর্ড নির্বাহী কমিটি, ব্যাংক এশিয়া পিএলসি	চেয়ারম্যান
২	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, সচিব, অর্থ বিভাগ	পরিচালক
৩	ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী, এনডিসি, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৪	এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান, ওএসপি, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি, সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান	পরিচালক
৫	মেজর জেনারেল মোঃ হাসান উজ জামান, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	পরিচালক
৬	ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, বাড়ি-২৩/এ, রোড-১, ধানমন্ডি আর/এ, পোস্ট অফিস-নিউমার্কেট-১২০৫, থানা- ধানমন্ডি, জেলা-ঢাকা।	পরিচালক
৭	জনাব এম মাসরুর রিয়াজ, চেয়ারম্যান এন্ড সিইও, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ	পরিচালক
৮	জনাব শরীফ জহির, চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	পরিচালক
৯	জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহিম, ভাইস চেয়ারম্যান, ডিবিএল গ্রুপ	পরিচালক
১০	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, এফসিএমএ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্স ইনডেক্স কোম্পানীজ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি	পরিচালক
১১	ব্যারিস্টার খায়রুল আলম চৌধুরী, হেড অব চেম্বারস, চৌধুরী অ্যান্ড ল ফার্ম	পরিচালক
১২	অধ্যাপক আবু নাসের আহমেদ ইশতিয়াক, পিএইচডি, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	পরিচালক

১৩	জনাব কাইজার সোহেল আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	পরিচালক (পদাধিকারবলে)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শারমিন আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ:২ কার্তিক, ১৪৩৩/১৮ অক্টোবর, ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১২.১৭-১২৫**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড" শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০,১০২,১০৩,১০৫ এবং ১১৪(১) এর বিধানের প্রয়োগ বা মেনে চলা হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ হতে ২২ মার্চ ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ (১) (খ) অনুযায়ী, এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল" এ নির্দিষ্ট হারে অর্থ-প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৩। কোনো শ্রমিক কে তার সম্মতি ব্যতিরেকে অধিক সময় কাজ করানো যাবে না;

৪। কোনো শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহের ৬০ (ষাট) ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না;

৫। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

৬। প্রত্যেক শ্রমিককে বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৭। কেবল স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৮। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

৯। শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; ও

১০। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১০.২৩.২৭৯**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলা নাম	জেলার নাম
১	জল্লা	৩০	১১৪১	২	উজিরপুর	বরিশাল
২	বহরকাটী	৫৩	৬৬৫	২	উজিরপুর	বরিশাল
৩	হস্তীশুন্ডু	৫৪	১৭৫৯	২	উজিরপুর	বরিশাল
৪	কালীহাতা	৭৭	৮৯৫	২	উজিরপুর	বরিশাল
৫	দক্ষিণ কালীহাতা	৮০	৬৪৯	১	উজিরপুর	বরিশাল
৬	সানুহার	৮১	১১২৬	২	উজিরপুর	বরিশাল
৭	পূর্ব্ব মুন্ডপাশা	৮৪	৫৯৭	১	উজিরপুর	বরিশাল
৮	মুন্ডুপাশা	৮৫	১২৯৭	২	উজিরপুর	বরিশাল

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলা নাম	জেলার নাম
৯	দক্ষিণ শিকারপুর	৮৭	৩৭৫	৩	উজিরপুর	বরিশাল
১০	গুটিয়া	১০৭	৯৮৫	১	উজিরপুর	বরিশাল
১১	চৌদ্দ বুড়িয়া	১১৫	৭০৫	২	নলছিটি	ঝালকাঠি
১২	ছোট মানিকা	১০	৪৫২৪	৪	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
১৩	দেবীপুর	১২	২২৬২	২	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর
১৪	পাঁচশত কুড়াটিকিকাটা	৫৭	৭১৫	১	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর
১৫	কবুতর খালী	৬৪	১১৯২	২	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪৩৩/২৪ অক্টোবর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৬.২৭.০০০৯.২৬-৬৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্যাহেল আল-আমিন, ডেপুটি জেলার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (সাবেক জেলার, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার)–এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং-০৭/২৫) তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে '০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হয়। তিনি আরোপিত দন্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর আপিল করেন; এবং

২। যেহেতু, আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষের দফাওয়ারি জবাব এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় আরোপিত দন্ড যথার্থ ও ন্যায়ানুগ হয়েছে বিধায়-প্রধানমন্ত্রী তাঁর আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে আরোপিত দন্ড বহাল রাখেন;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্যাহেল আল-আমিন, ডেপুটি জেলার-এর আপিল আবেদন না-মঞ্জুরপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-৩ শাখার ১২-০৪-২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৬.২৭.০০০৫.২৫-২০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক তাঁর উপর আরোপিত **'০২ বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ'** সূচক গুরুদন্ড বহাল রাখা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩/১৫ অক্টোবর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৪**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫ মে ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২২৫.০৪. ০০১০.২২-৪১ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বিপি ৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০ তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রদান, ডিএমপি, ঢাকা।	মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-০৬ তারিখ: ০৩-০৯-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/১০৯/৩৪ ধারা

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৫**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০. ০০০০.০০০.২২৫. ০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
জসিম উদ্দিন মোল্লা (বিপি-৭৬০৫১০৪৫৫৮), বিসিএস ২৪তম ব্যাচ, (সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, মিরপুর বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা।	কাফরুল থানার মামলা নং-০৪ তারিখ: ০২-১১-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৪৮/১৪৯/১২০(বি)/৩০২/৩৪ ধারা

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৬**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার ডিএমপি), ঢাকা।	কদমতলী থানার মামলা নং-৫৯ তারিখ: ২৭-১২-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০২/১০৯/১২০(খ)/৩৪ ধারা
০২	মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, (বিপি-৮১০৮১২১৬৩৮), বিসিএস ২৭তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৭**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২২৫.০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-৫৯ তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	
০৩	মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বিপি-৮১০৮১২১৬৩৮), বিসিএস ২৭তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৮**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-০৯ তারিখ: ৬-১০-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/১০৯/১৪২/১৪৩/১৪৪/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫৩/৩৫২/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি-২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৩৯**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০. ০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি ৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-০৯ তারিখ: ১৫-০৮-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি ৭২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৪০**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫. ০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি ৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-১৩ তারিখ: ২২-০৮-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/১১৪/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি ২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৪১**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫. ০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি ৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-২৪ তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/১২০খ/১০৯/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি ৭২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-১৪২**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫. ০৪.০০১০.২২-৩৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	হাবুনুর রশিদ, (বিপি ৭৪০১১১৯৭৫৩), বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৪৫ তারিখ: ২২-০৯-২০২৪ খ্রি: পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/১০৯/৩৪ ধারা
০২	বিল্লব কুমার সরকার, (বিপি ৭২০৩১২২৫৯৬), বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১৭২**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে ঢাকা জেলার সাভার মডেল থানার মামলা নং-২৬, তারিখ: ১১-০৩-২০২৫ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ২৯৫ক ধারায় অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১৭৩**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার মামলা নং-২৯, তারিখ: ১৭-০৫-২০২৫ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ২৯৫ক ধারায় অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১৭৪**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে ডিএমপি ঢাকা'র বনানী থানার মামলা নং-২১, তারিখ: ২৬-১১-২০২৫ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ২৯৫/২৯৫ক ধারায় অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১৭৫**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে পঞ্চগড় সদর থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ০৪-০৯-২০২২ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ২৯৫/২৯৫ক ধারায় অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১৭৬**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে পঞ্চগড় সদর থানার মামলা নং-২০, তারিখ: ০৬-০৯-২০২২ খ্রি: অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৫৩/২৯৫-ক/২৯৮ ধারায় অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪৩৩/২৪ অক্টোবর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০২২.২৬-৩৯৯**—যেহেতু, ড. তানিয়া আনসারী (বিপি ৮০০৬১১০৭৪৬) বর্তমানে কানাডায় অবস্থানরত ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, পুলিশ টেলিকম, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি অনুযায়ী তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি অনুযায়ী ড. তানিয়া আনসারী (বিপি ৮০০৬১১০৭৪৬) (বর্তমানে কানাডায় অবস্থানরত), পুলিশ সুপার, পুলিশ টেলিকম, ঢাকা-কে গত ১০-০৫-২০২৫ তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
ডিপিডিটি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪৩৩/২৬ অক্টোবর ২০২৬

নং **৩৬.০০.০০০০.০০০.০৭৫.১১.০০১.২৫-২২০**—বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের ২৫-০১-২০২৫ তারিখের স্মারক নং ৮০.০০.০০০০.২০২.৬৪.০১৯.২৩-২২ মূলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ডিপিডিটি শাখার ১৫-১০-২০২৪ তারিখের স্মারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৭৫.১১.০০২.২৪.১৩২ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে জনাব রাফি জামিল, 'সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)' পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৩০-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ পূর্বাহ্নে যোগদান করেন। জনাব রাফি জামিল, সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস), পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর-কে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪৫তম বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারে যোগদান উদ্দেশ্যে আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ অপরাহ্নে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তার চাকরিকালীন প্রত্যায়িত তথ্য নিম্নরূপ:

নং	ডিপিডিটি-তে কর্মকালীন চাকরির তথ্যাবলি	প্রত্যায়িত
১.	কর্মস্থলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিভাগীয় মামলা ছিল কি না;	না
২.	আবেদনকারীর কোনো অডিট আপত্তি ছিল কি না;	
৩.	বিনা বেতনের কোনো প্রকার ছুটি ভোগ করেছিলেন কি না;	
৪.	কোনো কর্মবিরতি ছিল কি না;	
৫.	কখনো/সাময়িক বরখাস্ত ছিলেন কি না; এবং	
৬	চাকরিকাল সন্তোষজনক ছিল কি না;	সন্তোষজনক ছিল

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাফ্‌ফারা তাসনীন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ আশ্বিন, ১৪৩৩/৮ অক্টোবর, ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১২.১১.০০০৫.২৪.৩৬৭**—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী এর স্থলে জনাব কে এম আলী আযম (পরিচিতি নং-৬৮০২), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে নিয়োগের তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আশ্বিন ১৪৩৩/৬ অক্টোবর ২০২৬

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১১.২৬.১১৫**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "Bangladesh Germent Manufacturers & Exporters Association (BGMEA)" এর সদস্য কারখানাসমূহকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫ এর বিধানের প্রয়োগ বা মেনে চলা হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ১৭ অক্টোবর ২০২৬ হতে ১৬ এপ্রিল ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। কোনো শ্রমিক দ্বারা তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো কার্যদিবসে অতিরিক্ত ৪ (চার) ঘণ্টা অধিক সময় কাজ করানো যাবে না;

৪। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করতে হবে;

৫। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৬। কেবল স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৭। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০০০.০২৮.২৭.০২৩.২৬-২৬৭(১)—যেহেতু, জনাব মেরাজ রুবায়াত কামাল (পরিচিতি নম্বর-৬০২৩৩৬), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সৃষ্ট সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন;

যেহেতু, কানাডাতে অবস্থিত The University of British Columbia, Okanagan Campus- বিশ্ববিদ্যালয়ে Phd in Civil Engineering Program এ অধ্যয়নের জন্য এ বিভাগের গত ২২-১২-২০২০ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.০৩২.৪৯.১৯-৭৭৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আপনার অনুকূলে গত ২১-১২-২০২০ হতে ২০-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অথবা নিকটবর্তী যেকোনো সময়ে গমণের জন্য প্রেষণ (Deputation) মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে Phd Program যথাযথভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত অনুমোদিত প্রেষণ (Deputation) এর মেয়াদ গত ১১-০১-২০২২ হতে ১০-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে আবারও কানাডাতে অবস্থিত The University of British Columbia, Okanagan Campus-বিশ্ববিদ্যালয়ে Phd in Civil Engineering Program এ অধ্যয়নের জন্য ইতঃপূর্বে মঞ্জুরিকৃত ০৪ (চার) বছর প্রেষণ এর ধারাবাহিকতায় প্রেষণের মেয়াদ গত ১১-০১-২০২৫ হতে ১০-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয় যা গত ১০-০১-২০২৬ তারিখ শেষ হয়েছে;

যেহেতু, এ বিভাগের সওজ সংস্থাপন-১ শাখার গত ১২-০১-২০২৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.৩২.৪৯.১৯-০৬ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত 'গ' মোতাবেক প্রেষণ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে এ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল ও যোগদানের নির্দেশনা থাকলেও আপনি উক্ত মেয়াদ শেষে যোগদান না করায় সওজ অধিদপ্তরের ৩৫.০১.০০০০.১৫০.১৮.০৪৮.১৮-১৭৯ সংখ্যক পত্রমূলে যোগদান না করার বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলেও আপনার পক্ষ হতে কোনো জবাব যায়নি;

যেহেতু, আপনাকে কানাডার The University of British Columbia, (Okanagan Campus)- বিশ্ববিদ্যালয়ে Phd in Civil Engineering প্রোগামে অধ্যয়নের জন্য প্রথম দফায় গত ২১-১২-২০২০ হতে ২০-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ (Deputation) মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রেষণের মেয়াদ ২য় দফায় গত ১১-০১-২০২২ হতে ১০-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর বর্ধিত করা হয় এবং ৩য় দফায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় গত ১১-০১-২০২৫ হতে ১০-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আরও ০১ (এক) বছর বর্ধিত করা হয়। গত ১০-০১-২০২৬ তারিখে বর্ধিত প্রেষণের উক্ত মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং আপনি গত ১১-০১-২০২৬ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অর্থাৎ আপনি অননুমোদিতভাবে ০৯ মাস ০৮ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, আপনার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এবং একই বিধিমালার বিধি ২(চ) অনুযায়ী 'পলায়ন (Dersertation)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ:

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজুসহ তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১০ কার্তিক ১৪৩৩/২৬ অক্টোবর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০০০১.২৪.১৮৯**—আদিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-ঢাকা-এর সুপারিশের আলোকে ডিএমপি'র উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-৩৯, তারিখ-১৮-০২-২০২৫ খ্রি. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৬(১)(ক)-এর (অ)/৬(১)(ক)-এর (আ)/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রামাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূবানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩/১৫ অক্টোবর ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫৭—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
মোঃ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	মুগদা থানার মামলা নং-২৬, তারিখ: ২০-১১-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ৩০২/১২০(বি)/৫০৬/১০৯/৩৪ ধারা

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪৩৩/২৫ অক্টোবর ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫৫—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০. ০০০০. ০০০. ২২৫.২২.০০০১.২৬-৮৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ০৪-০১-২০২৫ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ -এর ৩০২/৩৪ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি নং- ৭২০৩১২২৫৯৬, বিসিএস ২১তম ব্যাচ সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার)	
০৩	কাজী আশরাফুল আজীম বিপি-৭৫০৫১১৬৪৮৯ বিসিএস ২৪তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তরা), ডিএমপি, ঢাকা	

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫৪—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০. ০০০০. ০০০. ২২৫.২২.০০০১.২৬-৮৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-২৭, তারিখ: ২০-০৮-২০২৫ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩০৭/৩২৪/৩২৬/৩০২/১১৪/৩৪ ধারা তৎসহ The Expiosive Substances Act, 1908-এর ৩/৫/৬ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি নং- ৭২০৩১২২৫৯৬, বিসিএস ২১তম ব্যাচ সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার)	
০৩	কাজী আশরাফুল আজীম বিপি-৭৫০৫১১৬৪৮৯ বিসিএস ২৪তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তরা), ডিএমপি, ঢাকা	

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫৩—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২২৫.২২.০০০১.২৬-৮৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-০৪, তারিখ: ০২-১১-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৮/ ১৪৯/ ১২০ (বি)/ ৩০২/৩৪ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি ৭২০৩১২২৫৯৬, বিসিএস ২১তম ব্যাচ সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)	

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫২—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২২৫.২২.০০০১.২৬-৮৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	বংশাল থানার মামলা নং-৪১, তারিখ: ২৯-০১-২০২৫ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ১০৯/১৪৯/৩৪ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি নং- ৭২০৩১২২৫৯৬, বিসিএস ২১তম ব্যাচ সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)	

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬.১৫১—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২২৫.২২.০০০১.২৬-৮৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিলক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
কাজী আশরাফুল আজীম (বিপি-৭৫০৫১১৬৪৮৯) বিসিএস ২৪তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তরা), ডিএমপি, ঢাকা	উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-০৮, তারিখ: ০২-০৮-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১৪৩/১৪৭/১৪৮/৩২৩/৩০২/১০৯/৩৪ ধারা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩/১৩ অক্টোবর ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬-১১৫—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো। একইসাথে ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয়ের ০২ জুন ২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬-৪৮ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো।

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩) বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	রামপুরা (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৩, তারিখ:০১-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩৪ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি নং- ৭২০৩১২২৫৯৬, বিসিএস ২১তম ব্যাচ সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)	

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/৩১ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৯৯৮—যেহেতু, জনাব আব্দুল্লাহ আল জহির, বিপিএম-সেবা, পিপিএম-বার (বিপি-৭৬০৫১০৪৬০২), এআইজি (সুপারনিউমারি অ্যাডিশনাল ডিআইজি), পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা-তে সংযুক্তির আদেশপ্রাপ্ত আছেন। গত ১৯-১০-২০২৬ তারিখ ডিএমপি ডিবির উত্তরা বিভাগের একটি দল ভাটারা থানাধীন পুলিশ হাউজিং আবাসিক এলাকার বর্ণিত কর্মকর্তার বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানকালে বাড়িটিতে অবৈধ মাদক সেবন ও ডিজে পার্টি চলছিল মর্মে ডিবি জানায়। অভিযানে গাঁজা, ইয়াবা, মদ ও ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম জব্দ এবং ২৬ জন নারীসহ মোট ৮৫ জনকে আটক সংক্রান্তে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ডের ফলে জনমনে পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হওয়াসহ জনসম্মুখে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে, যা শিষ্টাচারবহির্ভুত, অকর্মকর্তাসুলভ এবং বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ' এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী ২৫-১০-২০২৬ তারিখ হতে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

০৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব আব্দুল্লাহ আল জহির কে ২৫-১০-২০২৬ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করতঃ পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি'তে সংযুক্ত করা হলো;

০৪। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪৩৩/৩১ অক্টোবর ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০. ২৩৫.২৭.০০৯৯. ২০২৩.৪৭৯—যেহেতু, জনাব ফারহানা তাসকিন (বিপি-৮৫১৬১৭৮৩৮২), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রশাসনিক-ট্রাফিক উত্তর), ডিএমপি, ঢাকা; স্বামীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কানাডায় গমনের লক্ষ্যে তাঁর অনুকূলে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের নিমিত্ত কানাডা থেকে অনলাইনে আরো ৩৬ (ছত্রিশ) দিন ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে কানাডার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে CPA ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি কোর্সে অধ্যায়নের জন্য অনলাইনে শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের আবেদন করলে তা এ মন্ত্রণালযের স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৩.০১২.১৮-১৩০৭ তারিখ: ১০-১০-২০১৮ মোতাবেক না মঞ্জুর করা হয়। তিনি তাঁর স্বামীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কানাডায় গমনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০১৮ তারিখ কর্মস্থল হতে প্রস্থান করেন। কিন্তু অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) ২৮-০৩-২০১৮ তারিখ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-৯৯/২০২৩) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়: এবং

০২। যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করলেও ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেননি। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলেও গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ১৯-০১-২০২৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৬-০৪-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২৪-০৫-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২৮-০৭-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৭-০৯-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব ফারহানা তাসকিন (বিপি-৮৫১৬১৭৮৩৮২), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার-কে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব ফারহানা তাসকিন (বিপি-৮৫১৬১৭৮৩৮২) সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন-ট্রাফিক উত্তর), ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ২৮-০৩-২০১৮ থেকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৭২.২০২৫.৪৭৭—যেহেতু, জনাব এস. এম জাহাঙ্গীর হাছান (বিপি-৮৬১২১৪৭৬২৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে নৌ পুলিশ, টাঙ্গাইল অঞ্চল, টাঙ্গাইলে কর্মকালীন মঞ্জুরীকৃত ১৫ (পনেরো) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে গত ০৮-১০-২০২৪ তারিখ অপরাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তিনি ছুটিতে থাকাকালীন অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি বৃদ্ধির জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করলে তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে কর্মস্থলে হাজির হওয়ার জন্য তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় ২(দুই) বার নোটিশ জারি করা হলেও তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান না করে বিদেশে অবস্থান করছেন এবং কর্মস্থলে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-৭২/২০২৫) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৩-০৫-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২০-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি;

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২৯-০৭-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৭-০৯-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব এস. এম জাহাঙ্গীর হাছান-(বিপি-৮৬১২১৪৭৬২৬), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-কে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব এস. এম জাহাঙ্গীর হাছান -(বিপি-৮৬১২১৪৭৬২৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে নৌ পুলিশ, টাঙ্গাইল অঞ্চল, টাঙ্গাইল (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ২৩-১০-২০২৪ থেকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করা হলো।**

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১০৮.২০২৪.৪৭৬**—যেহেতু, কাজী মিজানুর রহমান (বিপি-৬৮৯১০০৬১৫৫), সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে গত ১৪-০৭-২০২০ হতে ০৬-০২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তেজগাঁও ট্রাফিক জোন, ডিএমপি, ঢাকায় কর্মরত থাকাবস্থায় ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কনস্টেবল/১১৫৫ মো: শাহিনুর রহমানের স্ত্রী নুসরাত জাহান নেয়ামার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় হয়। নুসরাত জাহান নেয়ামার সহিত পরিচয়ের পর তাঁর স্বামীর অসুস্থতার সুযোগে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ভাল সম্পর্ক আছে এবং তিনি কনস্টেবল/১১৫৫ মো: শাহিনুর রহমানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে চিকিৎসাজনিত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন বলে নুসরাত জাহান নেয়ামাকে আশ্বাস দিয়ে নানাভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন ও সম্পর্কের সূত্র ধরে তাঁকে এক বান্ধবীর বাসায় নিয়ে যান এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি নুসরাত জাহান নেয়ামার সহিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শারীরিক সম্পর্ক করেন। নুসরাত জাহান নেয়ামার সাথে তাঁর পরকীয়া সম্পর্কে জড়ানোর কারণে এবং পরকীয়াকালে তাঁদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিডিও ও স্থিরচিত্র কনস্টেবল/১১৫৫ মো: শাহিনুর রহমানের হস্তগত হওয়ার পর নুসরাত জাহান নেয়ামা ও কনস্টেবল/১১৫৫ মো: শাহিনুর রহমানের পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যকার পরকীয়া প্রেমের অবনতি ঘটলে নুসরাত জাহান নেয়ামা কর্তৃক দায়েরকৃত বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, ট্রাইব্যুনাল নং-৭, ঢাকার পিটিশন মামলা নং-২৯/২০২৩ (হাতিরঝিল) সংক্রান্তে বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, ট্রাইব্যুনাল নং-৭, ঢাকা তাঁর অবজারভেশনে উল্লেখ করেন যে, "নালিশকারী তথা ভিকটিমের সাথে ১নং আসামী কাজী মিজানুর রহমানের দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং উভয়ের সম্মতিতে অসংখ্যবার তাঁদের মধ্যে স্বেচ্ছায় শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় নালিশকারী তাঁর স্বামী বর্তমান থাকাবস্থায় স্বামীর কর্মস্থল বরিশাল হতে বিভিন্ন তারিখে একাই ঢাকায় এসে আসামীর সহিত শারীরিক সম্পর্ক করেন। এতে বোঝা যায় তিনি উক্ত আসামীর নিয়মিত ইচ্ছুক পার্টনার ছিলেন "। একজন পুলিশ কর্মকর্তার অপর পুলিশ সদস্যের স্ত্রীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকা সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতের এ ধরনের মন্তব্য জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। তাঁর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর শামিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৫-০৫-২০২৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭-১০-২০২৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক " অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১০৮/২০২৪) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়: এবং

০২। যেহেতু, তিনি গত ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ১১-০৩-২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগটি তদন্তের জন্য গত ১২-০৩-২০২৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory retirement from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২৭-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ০৬-০৮-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে **"চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory retirement from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ১৮-০৮-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৭-০৯-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory retirement from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে: এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী কাজী মিজানুর রহমান (বিপি-৬৮৯১০০৬২৫৫), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, দিনাজপুর জেলা (সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)-কে **"চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory retirement from Service)"**-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, কাজী মিজানুর রহমান (বিপি-৬৮৯১০০৬২৫৫), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, দিনাজপুর জেলা (সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান (Compulsory retirement from Service)"**-করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০. ০০০.২৩৫.২৭. ০০২০. ২০২০. ৪৭৫— যেহেতু, জনাব মো: মনিরুজ্জামান সরকার (বিপি-৭৯০৬১১৬৪৩২), সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে ডিএমপি, ঢাকায় কর্মকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২০-১১-২০১২ তারিখের ৪৪.০০. ০০০০. ০৯৪.০৪. ০০১. ১২-৮৯৩ নং স্মারক মোতাবেক তাঁর অনুকূলে Kingston University, London-Ph.D in Criminology ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গত ১০-১২-২০১২ হতে ৩০-০৯-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুরসহ যুক্তরাজ্য গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২১-০৯-২০১৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০১৪. ০৪. ০০১.২০১২-১১৮৭ নং ও গত ১০-১০-২০১৭ তারিখের ৪৪.০০ ০০০০.০৯৪.০৪.০০১.১২-১৬০১ নং স্মারকমূলে যথাক্রমে ২য় দফায় ০১-১০-২০১৬ হতে ৩০-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত এবং ৩য় দফায় গত ১৯-১০-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (Extra Ordinary Leave) মঞ্জুর করা হয়। তিনি ৪র্থ দফায় গত ০১-০৭-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) বঁছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১০-০৭-২০১৯ তারিখের-৪৪.০০.০০০০. ০৯৪.০৯.০০১.১৮-১১৫৮ নং স্মারকমূলে তা না-মঞ্জুর করা হয় এবং একই সাথে তাঁকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত নির্দেশনা ২২-০৭-২০১৯ তারিখে এআইজি (ইউএন অ্যাফেয়ার্স), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক তাঁকে অবহিত করা হয়। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কর্মস্থলে যোগদান না করে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ০১-০৭-২০১৯ তারিখ হতে তাঁর কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২০ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২০ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫-১০-২০২০ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-২০/২০২০) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ০২-০৭-২০২৪ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৫-০৯-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ০২-০৩-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে "চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ১২-০৮-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৭-০৯-২০২৬ তারিখে তাঁকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"-সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মো: মনিরুজ্জামান সরকার (বিপি-৭৯০৬১১৬৪৩২), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার-কে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)"-সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি গত ২৫-১০-২০২৩ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মো: মনিরুজ্জামান সরকার (বিপি-৭৯০৬১১৬৪৩২), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রামাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ০১-০৭-২০১৯ থেকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে **কার্যকর হবে।**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪৩৩/০১ নভেম্বর ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৫.২৫-৪০৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩), ডিআইজি, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস্) ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা করা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(চ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাক হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ১৫-০৪-২০২৬ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে ০০৫/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ২২-০৬-২০২৬ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে গত ০৬-০৮-২০২৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২০-০৮-২০২৬ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩)-কে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে গত ২১-০৯-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ০১-১০-২০২৬ তারিখ পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৬। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩), ডিআইজি, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস্), ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service) 'সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০২১.২৫-৪০৭—যেহেতু, জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী (বিপি-৭৭০৩১১৬১৩৯), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত এবং সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা-কে গত ০১-০১-২০২৫ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ-১ শাখার ৪৪.০১. ০০০০.০৯৪.১৯. ০০১.১৯-(অংশ)-৫৩৪ নম্বর স্মারকমূলে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহী'তে সংযুক্তির আদেশ প্রদান করা হলে তিনি গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ যোগদান করেন। একই তারিখ অপরাহ্নে তিনি বিধি-বহির্ভূতভাবে তাঁর নিজের সংগৃহীত মেডিকেল কাগজপত্রসহ (০৩ সপ্তাহের বিশ্রাম) প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল করেন। গত ০৯-০২-২০২৫ তারিখ তাঁর সংযুক্ত কর্মস্থলে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে গরহাজির থাকেন। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ০৩-০৭-২০২৫ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে ০১৯/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ১৬-১০-২০২৫ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে গত ০৭-১২-২০২৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১৫-০৩-২০২৬ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার সকল নথিপত্র পর্যালোচনায় জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী (বিপি-৭৭০৩১১৬১৩৯)- কে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে গত ২৮-০৭-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ২৯-০৯-২০২৬ তারিখ পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৬। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ হতে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী (বিপি-৭৭০৩১১৬১৩৯), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় রাজশাহীতে সংযুক্ত এবং সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ **গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৫৩.২৫-৪০৮—যেহেতু, জনাব মোঃ তারেক বিন রশিদ (বিপি-৭৮০৬১১৭০৮২), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে সংযুক্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, লক্ষীপুর গত ০২-১১-২০২৪ তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটিরত অবস্থায় অসুস্থতার কারণে তিনি কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল রাজারবাগ, ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ২১ (একুশ) দিনের বিশ্রাম নেন এবং ১৪-১১-২০২৪ তারিখ প্রিন্সিপাল. বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি (বিপিএ), সারদা রাজশাহী বরাবর একটি প্রেসক্রিপশন প্রেরণ করেন। কিন্তু বিশ্রাম শেষে তিনি তাঁর কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত রয়েছেন। এমনকি তাঁর বর্তমান/স্থায়ী এবং ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। পরবর্তীতে গত ১৯-০২-২০২৫ তারিখ তিনি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে চাকরি হতে পদত্যাগপত্র দাখিল করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ গত ০২-০৯-২০২৫ তারিখ সেটি না-মঞ্জুর করে। অর্থাৎ তিনি ১৫ (পনেরো) দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ভোগ শেষে গত ১৭-১১-২০২৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ৩০-১০-২০২৫ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে ০৫১/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ২৫-০১-২০২৬ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে গত ০২-০৪-২০২৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২০-০৪-২০২৬ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার সকল নথিপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ তারেক বিন রশিদ (বিপি-৭৮০৬১১৭০৮২)-কে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথামিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে গত ২৭-০৭-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ২৭-০৯-২০২৬ তারিখ পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৬। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ১৭-১১-২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ তারেক বিন রশিদ (বিপি-৭৮০৬১১৭০৮২), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে সংযুক্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, লক্ষীপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ **গত ১৭-১১-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)'** সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০৩৫.২৫-৪০৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (বিপি-৭৫০১১১১১৫৫), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং সাবেক ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী গত ২৭-০৮-২০২৪ তারিখ নৌ পুলিশ, ঢাকায় সংযুক্তিমূলে যোগদান করেন। তিনি ঠাণ্ডা জ্বর ও কাশিজনিত শারীরিক অসুস্থতায় অফিসে আসা সম্ভব নয় মর্মে জানিয়ে গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনে ছুটির ধরণ, ছুটি ভোগের স্থান, কবে থেকে কত দিনের ছুটি ইত্যাদি কোনো কিছুই উল্লেখ করেননি এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিও দাখিল করেননি। নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা হতে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান বা কোনো প্রতিবেদন দাখিল করেননি। অর্থাৎ তিনি গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ১৫-০৪-২০২৬ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে ০৩৩/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ২৫-০৬-২০২৬ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে গত ২৭-০৭-২০২৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১০-০৮-২০২৬ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (বিপি-৭৫০১১১১১৫৫)-কে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথামিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে গত ০৮-০৯-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ০৬-১০-২০২৬ তারিখ পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৬। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত গত ২৫-১০-২০২৬ তারিখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (বিপি-৭৫০১১১১১৫৫), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং নৌ-পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযুক্ত ও সাবেক ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী পলায়নের তারিখ অর্থাৎ **গত ১৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)'** সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩/১২ অক্টোবর ২০২৬

নং ৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৯.২৭.০০০৭.২৬-২১৮—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান (গ্রেডেশন নম্বর-৯৬৬), পরিচালক/সমমান পদ লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত). প্রাক্তন কিউরেটর, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে গত ২৭ মে ২০২৬ তারিখে কেরানিগঞ্জ মডেল থানা থেকে উদ্ধারকৃত বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত বিরল প্রজাতির একটি সাদা মহিষ (Albino) এর পরিচিতি ফলকে "সাদা মহিষ (ডোনাল্ড ট্রাম্প)" নাম ব্যবহার করেন যা পরবর্তীতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা. মিরপুর, ঢাকা এর সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট হয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়; এবং

০২। যেহেতু উক্ত বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩০-০৫-২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৪. ০০২.২০-৩৭৮ সংখ্যক পত্রে ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০. ০০০.১১৯.২৭.০০০৬.২৬-১৮১ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৫/২০২৬) রুজু করে অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিরও ইচ্ছা পোষণ করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১২-১০-২০২৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান তিনি সাদা মহিষের পরিচিতি ফলকে কোনো ব্যক্তির নাম ব্যবহারপূর্বক ফলক প্রস্তুত বা স্থাপন করেননি। তিনি নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রমপূর্বক কেরানিগঞ্জ হতে কোরবানির উদ্দেশ্যে বিক্রয়কৃত সাদা মহিষটি উদ্ধার করে চিড়িয়াখানায় সংরক্ষণ করে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করেননি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেননি; এবং

০৪। যেহেতু চিড়িয়াখানা আইন, ২০২৩ এর ৮ (গ) অনুযায়ী কিউরেটরের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাণির জীবন ও প্রকৃতির উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও প্রাণির পীড়নের কারণ হয় এমন আচরণ না করা এবং প্রাণিসম্পর্কিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সতর্কবাণী সংক্রান্ত নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোনো মাধ্যমে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান (গ্রেডেশন নম্বর-৯৬৬), সাদা মহিষ (**Albino**) এর পরিচিতি ফলকে "সাদা মহিষ **Albino Buffalo** (ডোনাল্ড ট্রাম্প)" ফলকটি প্রস্তুত/স্থাপন করেননি। পরিচিতি ফলকটি তিনি দেখা মাত্রই তা অপসারণ করেন; এবং

৫। যেহেতু ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান (গ্রেডেশন নম্বর-৯৬৬), কিউরেটর হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এরূপ কোনো কাজ করেননি; এবং

৬। যেহেতু ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান (গ্রেডেশন নম্বর-৯৬৬) তার অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন;

৭। সেহেতু, ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান (গ্রেডেশন নম্বর-৯৬৬), পরিচালক/সমমান পদ লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), প্রাক্তন-কিউরেটর, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা-কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও লিখিত বক্তব্য, নথিপত্র পর্যালোচনাসহ সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গত ৩০-০৫-২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৪.০০২.২০-৩৭৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং তাকে সরকারি চাকরিতে পুন:যোগদানের আদেশ দেয়া হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৭২ (এ) মোতাবেক তার সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময় অর্থাৎ সাময়িক বরখাস্তের আদেশের তারিখ হতে চাকরিতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময় চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-১ শাখা

এলএ কেস নম্বর-৪৩/১৯৬৬-১৯৬৭

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-**৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০২৮.২৫-৩০৯**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং, যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-শরীয়তপুর, উপজেলা-পালং, মৌজা-৬০ নং পালং

খতিয়ান নং	দাগ নং (এসএ)	জমির পরিমাণ (একরে)
৮১৫	৭৪০	০.০৫৬৩
	৭৪১	০.০৩৭৫
	৭৪২	০.০২৬৫
	৭৪৩	০.০২৬৫
	৭৪৪	০.০৩৫৬
১৩০	৭৪৫	০.০৩০০
	৭৪৬	০.০২১৭
২২১	৭৬৬	০.২২৭৫
৭৩৬	৭৩৬	০.০৩৭৫
	মোট =	**০.৪৯৯১ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-২৯৯/১৯৬১-৬২

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০২৮.২৫-৩০৯— যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-শরীয়তপুর, উপজেলা-নড়িয়া, মৌজা-৯৯ নং নড়িয়া

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৭৭৬	৩৩২	০.৬৮
	সর্বমোট=	**০.৬৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-১০২/১৯৬২-৬৩
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"সাইড খাল অব চ্যানেল টি.এল প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জরুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-মুকসুদপুর, মৌজা-৪৩নং ইন্দুহাটি

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩২৯	১৫৩	০.১২
	১৫৪	০.১২
৩২৬	১৫৫	০.১১
৩২৮	১৫৬	০.০৮
৩৩১	১৫৭	০.২৩
৩৩০	১৫৮	০.১২
	সর্বমোট=	**০.৭৮ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-৯৯/১৯৬০-৬১
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১১-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"বীজ সংরক্ষণাগার প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জরুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, মৌজা-৫৫নং বৌলতলী

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৭৩	৫৭৮	০.০৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-৫৪/১৯৬১-৬২
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১১-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **গোপালগঞ্জ-ঘাঘর খাল (পয়সারহাট স্কিম)** খননের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ (জরুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, মৌজা-৮৭নং কারারগাতি

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৬৮	১৬০০	০.০৩
৩৫২ ও ৩৫৩	১৬০৮	০.১৩
৫৫৮	১৬২১	০.০২
৫৬৪	১৬২২	০.০১
	মোট =	**০.১৯ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-৫৭/১৯৬৮-৬৯
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **বলুগ্রাম-তেঁতুলিয়া খাল** খননের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ, উপজেলা-কাশিয়ানী, মৌজা-১০৬নং রামদিয়া

খতিয়ান নং আরএস	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৮৬	৭১৬	০.২১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-১৭৩/১৯৬১-৬২
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"মোস্তফাপুর-ঘাঘর খাল খনন প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-কোটালীপাড়া, মৌজা-৩৬নং জাঠিয়া

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৮৯	৬৩৯	০.০৩
৩৮৮	৬৪০	০.০২
৩৭০	৬৪১	০.২০
১২১	৬৪২	০.০৫
২৩৮	৬৪৩	০.০৭
	৬৪৪	০.০৯
৩৮৫	৬৪৮	০.০৪
	৬৪৯	০.০২
৩৫৬	৬৫০	০.০৪
৩৫৪	৬৫২	০.১০
	সর্বমোট =	**০.৬৬ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-২৩০/১৯৬১-৬২
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"পূর্ব কলাগাছিয়া-হাটরা নদী পুনঃখনন প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-কোটালীপাড়া, মৌজা-৬০ নং রামশীল খাগবাড়ী

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১১৫	৮৫২	০.০৪
১০৮	৯০৮	০.২৫
	৯১০	০.০৫
	৯১১	০.১১
১১২	৯৩১	০.৩০
	সের্বমোট =	**০.৭৫ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-২০ এফ/১৯৬৫-৬৬

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"মহারাজপুর-কালিনগর খাল খনন প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-মুকসুদপুর, মৌজা-১৬৪ নং পাটিকেলবাড়ী

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৫	৩৮৬	১.৮২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-৫৩/১৯৬১-৬২

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"গোপালগঞ্জ-ঘাঘর খাল খনন প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, মৌজা-৯৭নং খাটরা

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১১৫৩ ও ১১৯৭	৭৯	০.২৪০০
	৮৪	০.১০০০
	৮৫	০.০৬০০
১৪০৩	৮৬	০.০৮০০
৮৬১	৮৭	০.১৬০০
	৮৮	০.০২০০
	সের্বমোট =	**০.৬৬০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নম্বর-৯৪/১৯৬২-৬৩

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩৩/১৯ অক্টোবর ২০২৬

নং-৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **"সাইড খাল অব চ্যানেল টি এল প্রকল্প"** বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালের "সম্পত্তি (জবুরি) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন)" এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর), উপজেলা-মুকসুদপুর, মৌজা-৮০ নং খোরট

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৪০	১৭	০.২১০০
১৩৮	১৮	০.৪৪০০
১৪১	১৯	০.২৫০০
১৩৬	২০	০.২৫০০
১৩৫	৪০০	০.৩৮০০
	সর্বমোট =	**১.৫৩০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।